**কলকাতা হাইকোর্ট**
**ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার**

**উপস্থিতঃ মাননীয় বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত**

**২০১৮ সালের সি.আর.আর. নং ৩৩৫৭**
**সঙ্গে**
**২০১৯-এর আই.এ. নং সিআরএএন ১ (পুরানো নং ২০১৯-এর সিআরএএন ৮৫৪)**
**+**
**২০১৯-এর সিআরএএন ১ (পুরানো নং ২০১৯-এর সিআরএএন ২৬৩৯)**
**বিষয়ের ক্ষেত্রে**
**এস. কে. রাজব আলী**
**বনাম**
**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা**

**আবেদনকারীর জন্য : আইনজীবী শ্রী সুভাশীষ পাচাল**

**ওপি ২ থেকে ৮-এর জন্য : আইনজীবী শ্রী রামাশিষ মুখার্জি,**
**আইনজীবী শ্রী রামেশ্বর সিনহা**

**রাজ্যের জন্য : শ্রী শাশ্বত গোপাল মুখার্জি, বিজ্ঞ পি. পি.,**
**আইনজীবী শ্রী ইমরান আলী**
**আইনজীবী শ্রীমতী দেবজানি সাহু**

**রায় : ০১.১২.২০২৩**

**<u>বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত-</u>**

এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার ৪০১ এর অধীনে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে একটি আবেদন, যা হাওড়ার ষষ্ঠ আদালতের বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২০১২ সালের ৬৯৭৪ সালের জিআর মামলায় দেওয়া হয়েছে, যা ২০১২ সালের ১০.১০.২০১২ তারিখের ডোমজুর থানা মামলা নং ৭৭৫ থেকে উদ্ভূত

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৪০৬/৫০৬ এবং যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের ৩ ও ৪ ধারার অধীনে।

মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যটি হল যে, বর্তমান আবেদনকারীর কন্যা রাবিয়া বেগম ২০১০ সালের ৭ই ডিসেম্বর মুসলিম রীতিনীতি ও প্রথা অনুযায়ী বিপরীত পক্ষের ২ নম্বরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিরোধী দল ২ নম্বর অর্থাৎ স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়রা যৌতুকের দাবিতে রাবিয়া বেগমকে তার বৈবাহিক বাড়িতে নির্যাতন করেছিলেন। বিয়ের ৬ মাস পর রাবিয়া বেগম গর্ভবতী হন এবং আবার অভিযোগ করা হয়েছে যে রবিয়ার উপর তার বৈবাহিক বাড়িতে আরও যৌতুকের দাবিতে গুরুতর নির্যাতন করা হয়েছিল। তিনি নির্যাতন সহ্য করতে পারেননি এবং ০৫.০৯.২০১২-এ তাঁর বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে আবেদনকারীর বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। রাবিয়া বর্তমান ব্যক্তিগত বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে ডোমজুর থানায় ১০.১০.২০১২-এ অভিযোগ দায়ের করেন যার ভিত্তিতে তাত্ক্ষণিক জিআর মামলা (২০১২ সালের ডোমজুর পিএস কেস নং ৭২৫) শুরু হয়েছিল তার বাবা-মায়ের বাড়িতে থাকার সময় যখন রাবিয়া তার পেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করেছিলেন এবং তাকে ২৬.১০.২০১২-এ কুলাল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। উক্ত হাসপাতালে তাকে অপারেশন করা হয়েছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত অস্ত্রোপচারের সময় তিনি মারা গিয়েছিলেন যদিও একটি মহিলা শিশুকে গর্ভ থেকে জীবিত অপসারণ করা যেতে পারে। আবেদনকারী পিতা হওয়ায় বিষয়টি ডোমজুর থানায় জানালেও পুলিশ সঠিকভাবে তদন্তে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি

মামলার তদন্ত এগিয়ে চলল এবং এরই মধ্যে আবেদনকারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩১৩ এবং ধারা ৩০৪খ ২০১২ সালের ডোমজুর থানার মামলা নম্বর ৭৭৫ এর সাথে যুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করে একটি আবেদন দাখিল করেন।

বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া উক্ত আবেদনটি শোনার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারী ২০১৩ সালের সিআরআর নং ১৯৬০ হিসাবে এই আদালতে একটি পুনর্বিবেচনামূলক আবেদন গ্রহণ করেছেন। তদন্ত এখনও শেষ হয়নি বলে পর্যবেক্ষণ করার পরে একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা একই ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণগুলি যদি পরোয়ানা হয় তবে তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে উপরোক্ত ধারাগুলির অধীনে চার্জশিট দাখিল করার অনুমতি থাকবে।

পুলিশ এই মামলার চার্জশিট নম্বর ৬৫৯/১৪, ৩১.০৭.২০১৪ তারিখেড় চার্জশিট দাখিল করেছে, যৌতুক নিষেধাজ্ঞা আইনের ধারা ৩ এবং ৪ সহ পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৮ক/৪০৬/৫০৬ এর অধীনে।

উক্ত চার্জশিটটি পর্যালোচনার পর বর্তমান আবেদনকারী আরও তদন্তের জন্য আবেদন করে একটি আবেদন দায়ের করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীর কথা শুনেছেন এবং রেকর্ডটি পর্যালোচনার পরে ০৫.০৯.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশ পাস করে উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তাই এই পুনর্বিবেচনা।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল দিয়েছেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশটি এই মামলার পুরো তথ্য ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পুলিশ ২০১৩ সালের সিআরআর নং ১৯৬০-এর মাধ্যমে এই আদালতের নির্দেশের বিষয়ে কোনও তদন্ত করেনি। তদন্ত চলাকালীন বর্তমান আবেদনকারীর বিবৃতি রেকর্ড করা হয়নি, পাশাপাশি পুলিশ ভুক্তভোগী রাবিয়া বেগমের মৃত্যুর তদন্তের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বা মৃত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও নথি সংগ্রহ করেনি যা ব্যক্তিগত বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড নির্যাতনের কারণে অবনতি ঘটে।

তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আরও তদন্তের আবেদনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনে সম্পূর্ণ ভুল করেছিলেন। এটি মৃত ভুক্তভোগীর পুরো মামলা ছিল যে তাকে তার বৈবাহিক বাড়িতে ব্যক্তিগত বিপরীত পক্ষ দ্বারা নির্দয়ভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল যার দ্বারা ভুক্তভোগীর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে। পুলিশের তদন্ত খুব যান্ত্রিক ছিল এবং ভুক্তভোগীর মৃত্যুর কারণ সঠিকভাবে স্পষ্ট করা হয়নি। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলার যোগ্যতার দিকে সম্পূর্ণরূপে নজর দেননি এবং যান্ত্রিকভাবে আরও তদন্তের জন্য আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিতার গুরুতর শারীরিক অবস্থার কারণে মৃত্যু ঘটেছে যা তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দ্বারা প্রবল নির্যাতনের ফলে হয়েছিল

পুলিশ ভুক্তভোগীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করেনি এবং এটিই একমাত্র কারণ যার জন্য আরও তদন্তের প্রয়োজন। তদনুসারে বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা যেতে পারে।

রাজ্যের বিজ্ঞ আইনজীবী কেস ডায়েরি দাখিল করেছেন। তিনি দাখিল করেছেন যে পুলিশের তদন্ত চার্জশিটে শেষ হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন পুলিশ বেশ কয়েকটি উপকরণ সংগ্রহ করেছে যা প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক/৪০৬/৫০৬ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করে। ২০১৩ সালের সিআরআর নম্বর ১৯৬০ এ মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনার পর। পুলিশ মেডিকেল রিপোর্ট এবং ভুক্তভোগীর মৃত্যুর শংসাপত্র সংগ্রহ করেছে যা সিডির সাথে রাখা হয়েছিল।

তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সিডিটিতে সংগৃহীত উপকরণগুলি সহ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং মতামত দিয়েছেন যে আরও তদন্তের প্রয়োজন নেই। ভিকটিমের মৃত্যুর কারণটি ডাক্তার দ্বারা মেডিকেল শংসাপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এই জাতীয় মেডিকেল শংসাপত্রটি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেই বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশটি অবৈধভাবে উদ্ভূত একটি স্পিকিং আদেশ। আবেদনকারীর আরও তদন্তের প্রার্থনা মাননীয় আদালত সঠিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিজ্ঞ উকিলের কথা শুনেছেন।

রেকর্ডে থাকা তথ্যাদি পর্যালোচনা করেছি। আমি সিডিটি পর্যালোচনা করেছি। তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধনের শুনানির সময় ভুক্তভোগী রাবিয়া বেগমের মৃত্যু সম্পর্কে একটি মেডিকেল রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। এই আদালতে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়েছে প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং রাবিয়া বেগমের মৃত্যুর কারণ সহ রোগীর রেকর্ড রয়েছে। রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভুক্তভোগীকে ২৬.১০.২০১২ তারিখে দুপুর ১২:৩০ টায় উক্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসা চলাকালীন তার অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে এবং রোগী পক্ষকে জানানো হয় যে তাকে অন্য হাসপাতালে রেফার করা প্রয়োজন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই মতামতের পরিবর্তে, রোগী পক্ষ তাকে উক্ত হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করতে চেয়েছিল। তবে রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল এবং ২৭.১০.২০১২ তারিখে ভোর ৫:০০ টায় তিনি মারা যান। মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তীব্র কার্ডিও রেসপিরেটরি পোস্টপার্টাম হেমোরেজ (পিপিএইচ) এর কারণে ব্যর্থতা। সিডিতে দেখা গেছে তদন্তের সময় পুলিশ ২০১৩ সালের সিআরআর ১৯৬০-এর জন্য প্রদত্ত আদালতের নির্দেশনা অনুসারে উপলব্ধ সাক্ষীদের বক্তব্য সহ বেশ কিছু উপকরণ সংগ্রহ করেছে।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সিডিতে থাকা সমস্ত উপকরণগুলি পরীক্ষা করেছেন; তিনি আরও বলেছেন যে ডাক্তার যে মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করেছেন তা সিডিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে

বর্তমান বেসরকারী ওপি দ্বারা আরোপিত অসহনীয় নির্যাতনের ফলে ভুক্তভোগীর গুরুতর শারীরিক অবস্থা হয়েছে কিনা, তা এই মামলার দীর্ঘ বিচারের পরেই নিশ্চিত করা যেতে পারে। আমি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা বিতর্কিত আদেশে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাই না।

এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমি ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না, সেই অনুযায়ী সিআরআর খারিজ করা হয়।

সংযুক্ত সিআরএএন আবেদনগুলি যদি মুলতুবি থাকে তবে সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

তাৎক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মুলতুবি থাকার সময় এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশের যে কোনও আদেশও এতদ্বারা খালি করা হয়।

রায়ের সার্ভার কপি এবং জরুরি সার্টিফায়েড কপির উপর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পক্ষগুলিকে স্বাভাবিক শর্তাবলীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

**(বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত)**

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**